দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 21 OCT 1998
পৃষ্ঠা কলাম

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জট

নিরসনে ব্যাপক উদ্যোগ

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা।। কৃষি বিদ্যালয়ে চরম সেশনজট নিরসনে ব্যতিক্রম ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদ ও অধিভুক্ত ৫টি কৃষি কলেজে সেশন জট নিরসন কার্যক্রম শুরু হইয়াছে।

কৃষি অনুষদের ডীন প্রফেসর ডঃ গোলাম আলী ফকির এই সংবাদদাতাকে জানান, এ উদ্দেশ্যে সাপ্লিমেন্টারী পরীক্ষা পদ্ধতি বাতিল করিয়া সেমিষ্টার পদ্ধতি প্রবর্তন করা হইবে। ১৯৯৭-৯৮ সেশন হইতে সাপ্লিমেন্টারী পরীক্ষা বাতিল করিয়া সর্বাধিক ৩টি বিষয়ে ১২ নম্বর কনসেশন দেওয়া হইবে ও অন্যান্য বর্ষ হইতে ঐচ্ছিক সুযোগ দেওয়া হইবে। সেমিষ্টার পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য একটি কমিটিও গঠিত হইয়াছে।

শ্রেণী কক্ষের স্বল্পতা হ্রাসের আশু ব্যবস্থা হিসাবে কৃষি অনুষদের বাহিরে গ্র্যাজুয়েট ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট, অর্থনীতি অনুষদ ও কবির ভবনের কেন্দ্রীয় পরীক্ষা হলে এখন তৃতীয় বর্ষের ক্লাস অনুষ্ঠিত হইতেছে। এই ব্যবস্থা আরও সম্প্রসারিত হইবে।

স্বল্প সময়ের মধ্যে ফল প্রকাশের জন্যে পরীক্ষকদের পরীক্ষার নম্বর জমা নেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি শেষবর্ষের ফলাফল মাত্র ১৫ দিনে দিয়াছে। যেখানে ১-২ মাস সময় লাগে। একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করা হইয়াছে। ইহা বাস্তবায়নের জন্য সব বিভাগীয় প্রধানদের নিয়া একটি কমিটি গঠন করা হইয়াছে এবং একটি সাব কমিটি করা হইয়াছে। কমিটি ইতিমধ্যে রিপোর্ট পেশ করিয়াছে এবং সাজেশন দিয়াছে। সাজেশনে অর্ডিন্যান্স কিছুটা সংশোধনের সুপারিশ করা হইয়াছে। ইহা আগামী দুই মাসের মধ্যে সম্ভব বলিয়া জানা যায়। ইহার পরেই একাডেমিক ক্যালেন্ডার বাস্তবায়ন এবং সেশনজট নিরসন সম্ভব হইবে।

উল্লেখ্য, বর্তমানে ৪টি ব্যাচের স্থলে ৭টি ব্যাচ রহিয়াছে। ১৯৯১-৯২ সেশনের ছাত্র-ছাত্রীরা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯৬ সনে পাস করিলেও এখানে সবেমাত্র শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী। এই ব্যাচ পাস করার কথা ছিল ১৯৯৫ সনে।

পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন করিলে এবং সকলের সহযোগিতা পাইলে সেশন জট থাকিবে না বলিয়া ডীন ডঃ ফকির আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ছাত্র-ছাত্রীদের সহিত কথা বলিয়া জানা যায়, তাহারাও দ্রুত সেশন জটের নিরসন চাহে কিন্তু সাপ্লিমেন্টারী পরীক্ষার ব্যাপারে প্রায় অনেকেই দ্বি-মত পোষণ করেন।